চৌকাঠ ১১

এখনও দাঁড়িয়ে

বেঁচে যাওয়া আর দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে গভীর তফাত আছে।

বেঁচে যাওয়া একটা সহজাত প্রবৃত্তি।

দাঁড়িয়ে থাকা একটা সিদ্ধান্ত।

অনেকে ভাবে দুটো এক।

তা নয়।

একজন মানুষ ঝড় থেকে বেঁচে গিয়ে বাকি জীবনটা নিজের ধ্বংসস্তূপে শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারে।

আরেকজন সেই একই ঝড় পেরিয়ে, যা টিকে আছে তা কুড়িয়ে নিয়ে, চলতে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তফাতটা ক্ষতে নয়।

তফাতটা দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে।

বহুদিন বিশ্বাস করতাম, জীবন মানে ফলাফলের হিসেব।

তারপর পরীক্ষাগুলো এল।

আর আবিষ্কার করলাম, জীবন সবার আগে সহ্যক্ষমতার হিসেব।

নৈতিক সহ্যক্ষমতা।

আবেগের সহ্যক্ষমতা।

মানুষী সহ্যক্ষমতা।

এমন কিছু বছর আসে, যখন সবকিছু যেন সঙ্গ দেয়।

মানুষ আসে।

সুযোগ বাড়ে।

কাজ এগোয়।

এমনকি ভবিষ্যতের মুখটাও বন্ধুর মতো লাগে।

তারপর অন্য বছরগুলো আসে।

আলাদা বছর।

যেসব বছর জিজ্ঞেস করে না তুমি কী চাও।

যেসব বছর জিজ্ঞেস করে তুমি কতটা সইতে পারো।

এসব বছর ছবিতে ওঠে না।

এসব বছর কেউ উদযাপন করে না।

এসব বছরে প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় শুধু চালিয়ে যাওয়া।

শিখেছি, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে একটা কল্পিত ভাঙনবিন্দু থাকে।

নিজেকে বলা একটা সীমা।

"এটা হলে আমি আর পারতাম না। "

"ওটা হারালে সব শেষ হয়ে যেত। "

"ওই পরীক্ষা এলে আমি ভেঙে পড়তাম। "

আমিও তাই ভাবতাম।

তারপর জীবন, তার চেনা শ্লেষ নিয়ে, যাচাই করে দেখার সিদ্ধান্ত নেয়।

আর প্রায়ই আমরা অবাক করা একটা জিনিস আবিষ্কার করি।

যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে বেশি সইতে পারি আমরা।

বেশি শক্ত নয়।

বেশি সহনশীল।

শক্তি বীরদের।

সহনশীলতা সাধারণ মানুষের।

যারা সকালে ঘুম থেকে ওঠে।

যারা কাজ চালিয়ে যায়।

যারা ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের মুখোমুখি হয়।

বিল।

দায়িত্ব।

অনুপস্থিতি।

ভয়।

আর তবুও এগোনোর পথ খুঁজে নেয়।

টিকে থাকার আসল বিশেষজ্ঞ তারাই।

জীবনে এমন মানুষ দেখেছি, যাদের হাল ছেড়ে দেওয়ার চমৎকার সব কারণ ছিল।

আমার কখনও যত ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি।

তবু তারা চালিয়ে গেছে।

আশাবাদী ছিল বলে নয়।

সরল ছিল বলে নয়।

যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করত বলে নয়।

তারা চালিয়ে গেছে, কারণ কেউ তাদের উপর নির্ভর করত।

একটা মেয়ে।

একটা ছেলে।

একজন মা।

একজন স্বামী।

একজন স্ত্রী।

একজন বন্ধু।

একটা সমাজ।

কর্তব্য কখনও কখনও এমন শক্তি তৈরি করে, যা একা চরিত্রের নেই।

যখন তুমি কেবল নিজের জন্য বাঁচো না, তখন তুমি বেশি সইতে পারো।

বেশি সুখী নয়।

বেশি অভেদ্য নয়।

বেশি সহনশীল।

জীবনে এমন একটা জায়গা আসে, যেখানে তুমি নিজেকে জিজ্ঞেস করা ছাড়ো:

"আমার সঙ্গেই কেন এমন হচ্ছে?"

আর নিজেকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করো:

"এখন আমাকে কী করতে হবে?"

এই বদলটা ঘটলে কিছু একটা পাল্টে যায়।

কষ্ট মিলিয়ে যায় না।

কিন্তু প্রধান ভূমিকাটা হারায়।

মঞ্চ আবার কাজের দখলে চলে যায়।

বর্তমানের।

পরের পদক্ষেপের।

পেরিয়ে আসা পথের দিকে তাকিয়ে বুঝি, নির্ণায়ক মুহূর্তগুলো বড় জয়ের মুহূর্ত ছিল না।

ছিল বড় সহ্যের মুহূর্ত।

যেসব দিনে আমি ক্লান্ত ছিলাম।

যেসব দিনে আমার ভয় করছিল।

যেসব দিনে হাল ছেড়ে দিলেও কেউ আমাকে দোষ দিতে পারত না।

তবু, কোনোভাবে, আমি চালিয়ে গেছি।

সব সময় ভালোভাবে নয়।

সব সময় সৌষ্ঠবের সঙ্গে নয়।

সব সময় সাহসের সঙ্গে নয়।

কিন্তু চালিয়ে গেছি।

আজ নিখুঁত কাহিনিকে আমি সন্দেহ করি।

যারা বলে তাদের কখনও সংশয় হয়নি, সেইসব মানুষকে সন্দেহ করি।

ফাটলহীন জীবনীকে সন্দেহ করি।

সহজ একটা কারণে।

ওদের অস্তিত্ব নেই।

প্রত্যেক মানুষ নিজের ভিতরে অদৃশ্য লড়াইয়ের একটা আর্কাইভ বয়ে নিয়ে চলে।

কিছু জেতা।

কিছু হারা।

কিছু এখনও চলছে।

পরিণত হওয়া মানে ওদের মুছে ফেলা নয়।

মানে ওদের সঙ্গে বাঁচতে শেখা।

সময়ের সঙ্গে আরেকটা জিনিস বুঝেছি।

ক্ষতচিহ্ন শক্তির উল্টো দিক নয়।

ওরা শক্তি থাকার প্রমাণ।

দাগ না নিয়ে কেউ বেশি দূর যায় না।

পথে কিছু না রেখে সত্যিকারের অর্থে কেউ সময় পেরোয় না।

প্রশ্নটা এই নয় যে আমরা আঘাত পাব কি না।

প্রশ্নটা হল, তারপর আমরা কী করব।

আমরা কি নিজেদের গুটিয়ে নেব?

আমরা কি তেতো হয়ে যাব?

আমরা কি পৃথিবীর বিচারক হয়ে উঠব?

নাকি সবকিছু সত্ত্বেও মানুষে বিশ্বাস রাখব?

আমার কাছে এটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা।

বেঁচে থাকা চালিয়ে যাওয়া নয়।

ভরসা রাখা চালিয়ে যাওয়া।

আশা রাখা চালিয়ে যাওয়া।

গড়ে তোলা চালিয়ে যাওয়া।

ভালোবাসা চালিয়ে যাওয়া।

খোলা থাকার চেয়ে নিজেকে আড়াল করা অনেক সহজ।

পাশে থাকার চেয়ে নিন্দুক হয়ে যাওয়া অনেক সহজ।

এগিয়ে যেতে থাকার চেয়ে পিছিয়ে আসা অনেক সহজ।

তবু আমার জানা সবচেয়ে ভালো জীবনটা সব সময় ভয়ের উল্টো দিকেই ছিল।

হয়তো দাঁড়িয়ে থাকার আসল মানে এটাই।

অভেদ্য হওয়া নয়।

অজেয় হওয়া নয়।

নিখুঁত হওয়া নয়।

বরং ক্ষতগুলোকে এটা ঠিক করতে না দেওয়া যে আমরা কী হয়ে উঠব।

পিছনে তাকিয়ে আমি এমন কোনো মানুষ দেখি না, যে ঝড় এড়িয়ে গেছে।

আমি দেখি এমন একজন মানুষ, যে ঝড় পেরিয়ে এসেছে।

কোনোটা ভালোভাবে।

কোনোটা খারাপভাবে।

কোনোটার ভিতরে নিজের কিছু টুকরো রেখে এসে।

কিন্তু পেরিয়ে এসে।

শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়, প্রতিটি জীবনের বিচার হয় একটামাত্র প্রশ্নে।

কত উঁচুতে উঠেছিলে, তা নয়।

কত কিছুর মালিক ছিলে, তা নয়।

কতটা প্রশংসা পেয়েছিলে, তা নয়।

বরং সব কেড়ে নেওয়ার পর কী পড়ে রইল।

আমার উত্তর আমি জানি।

এটা বীরত্বের উত্তর নয়।

এটা অসাধারণ কোনো উত্তর নয়।

এটা মানুষের উত্তর।

হারানোর পরেও।

ভুলের পরেও।

অসুস্থতার পরেও।

বিচ্ছেদের পরেও।

ভয়ের পরেও।

সময়ের পরেও।

আমি এখনও এখানে।

এখনও দাঁড়িয়ে।